সমকাল

তারিখ ..14 NOV 2016... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম... ... .

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

কেন খেসারত দেবে শিক্ষার্থীরা?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সনদপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানিয়েছে। শুক্রবার সমকালে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে নিয়োগ করার জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এ নির্দেশ পালন করেনি। ফলে তাদের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সই করা যে কোনো ডিগ্রির সনদপত্র বা সার্টিফিকেট কোথাও বৈধতা পাবে না। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড মনোনীত তিনজনের তালিকা থেকে তাকে মনোনীত করা হয়। স্পষ্টতই ১৮টি ট্রাস্টি বোর্ড আইন উপেক্ষা করেছে। এর খেসারত দিতে হবে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের। এ যে একের অপরাধে অপরের দণ্ড! মঞ্জুরি কমিশন যদি সনদপত্র অবৈধ ঘোষণার আগে যেসব ট্রাস্টি বোর্ড রাষ্ট্রপতির কাছে উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য তিনজনের তালিকা পাঠায়নি, সেসব ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং যেসব ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আইন লঙ্ঘন করে সনদপত্রে সই করেছেন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করত; সেটাই আইনসম্মত হতো বলে আমরা মনে করি। ওই ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সই করা সনদ পেয়েছে তারা আপাতত কোথাও চাকরির আবেদন করতে পারবে না। আবার কেউ বেআইনি সনদ জমা দিয়ে কোথাও চাকরি পেলে সেটাও বাতিল বলে গণ্য হতে পারে। ১৮টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্তরা এত বড় অপরাধ করেও কোনো ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন কি-না, মঞ্জুরি কমিশন তার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। হয়তো মঞ্জুরি কমিশন ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডকে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে উপাচার্য নিয়োগ প্রদানের সুযোগ দেবে। কিন্তু যেসব ছাত্রছাত্রীর এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, তা পূরণ কীভাবে সম্ভব? বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক স্কুল-কলেজ আছে, যাকে আমরা 'বেসরকারি' বলি। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে বেসরকারি সাধারণ ও বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পার্থক্য। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগের উদ্দেশ্য যতটা নয় শিক্ষার আলো ছড়ানো, তার চেয়ে ঢের বেশি বাণিজ্য। মঞ্জুরি কমিশনের পরিদর্শনে এটা অবশ্যই ধরা পড়ার কথা। ১৮টি প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে এটা স্বীকারও করা হলো। কিন্তু হায়! এ ধরনের একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি প্রদানে এখন পর্যন্ত উদ্যোগী হতে পারল না! শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি বিষয়টি দেখতে তৎপর হবে?